সংবাদ

তারিখ 09 JUN 2008

াবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক অব্যবস্থাপনাসহ দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি শনের অনুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগদান, এক খাতের টাকা অন্য খাতে , টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা, রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ, সরকারি নিয়মের রে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দান, নামে-বেনামে অর্থ ব্যয় দেখানোসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ছে। ফলে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘাটতি বাজেট করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেশের ২৬টি বলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৩ দফা সতর্কপত্র পাঠিয়েছে। যদিও সরকার সম্প্রতি নানা অনিয়ম অপসারণের দ্যোগ নিয়েছে। আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তদন্তে দুদকের একটি বিশেষ টিমও গঠন করা হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ য়কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির খতিয়ান খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। শ্য ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে সতর্কপত্র দিয়েছে তা এক প্রকার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এতে খুব একটা লাভ হয় না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২০০৬ সালের ১৪ মে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে কইভাবে ১৪ দফা এবং ২০০৭ সালে ১০ জুন আরেক পত্রে ১২ দফা নির্দেশনা দেয়ায় ।

গত জোট সরকারের শাসনামলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে লাগামহীন। র্নীতির অভিযোগে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দু'জনকে পদ ছাড়তে য়েছে অনেক আগেই। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি শ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং াতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বিদায় নিতে হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির তদন্ত দল দুর্নীতির তদন্ত করছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিগত জোট সরকারের শাসনামলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্নীতি, প্রশাসনের উদাসীনতা, বহেলা, একগুয়েমি, এলাকাপ্রীতি, দলীয়করণ, নিয়োগ-বাণিজ্যের ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হয় স্বচ্ছতা। ইউজিসির বিগত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে গত কয়েক বছর এ অবস্থার রুদ্ধে এক প্রকার জেহাদ হয়েছে। অনেকটা সফলও হয়েছিল ইউজিসি। সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, ত বছরের এপ্রিল মাসে শীর্ষপদে পরিবর্তন আসায় ইউজিসির দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও থমকে যায়। শীর্ষ র্তাব্যক্তিসহ বেশ ক'জন সদস্য এ ব্যাপারে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে। ফলে পাবলিক শ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবার দুর্নীতিবাজরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক রকারের সময় যদি এ অভিযান সফল করা না যায় তবে আর কখনও তা সম্ভব হবে না বলে আমরা মনে রি। কেননা বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর শাসনামলে আমরা দেখেছি কীভাবে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত য়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। রাজনৈতিক সরকারগুলো তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে শ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে।

দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতে একের পর এক ভিসি, প্রো-ভিসি শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ য়েছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের র্তি করিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামলে ই অনিয়ম-দুর্নীতি এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে যে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষকদের পদোন্নতি, শিক্ষক নিয়োগ ব কিছুই হাওয়া ভবনের নির্দেশে চলত। বিগত জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল াতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতি আদর্শের লোক ছাড়া তেমন গউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, কোটা না থাকলেও একই জেলার ২৬ জনকে নিয়োগ দেয় য়েছিল, যা পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের সময় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল াছাড়া শিক্ষকদের বদলি বাণিজ্য করে অনেকেই হাতিয়ে নিয়েছিল কোটি টাকা। আর বিগত জোট সরকারের াসনামলে এসব হয়েছে হাওয়া ভবন ও জামায়াত সমর্থিত দুটি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে। বিগত জোট রকারের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট কমিটির তোয়াক্কা না করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিএনপি ও ামায়াতের ছাত্ররা ভর্তি বাণিজ্য করে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা।

আবারও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে পাঠানো তর্কপত্রে বলা হয়েছে, অননুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য কারণে ব্যয় হলে তার দায়দায়িত্ব ংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই নিতে হবে। আর নিজস্ব আয় গোপন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা মায়ের ৪০ ভাগ বাজেটে দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, বাজেটে বরাদ্দে াইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে বরাদ্দকৃত অর্থে ধ্যেই। বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ, পদোন্নতি, বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাবে না। ইউজিসি র্বানুমতি ছাড়া কোন নতুন বিভাগ খোলা, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না ইত্যাদি।

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি সেক্টরে যেভাবে দুর্নীতির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে তা পুরোটা একদিনে নিয়ন্ত্র করা সম্ভব নয় এটা আমরা মানি। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতির দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয় উচিত এখনই। এখন যদি তা করা সম্ভব না হয় তবে আর কখনই সম্ভব হবে কি না এ নিয়ে আমাদের সন্দে য়েছে। এজন্য বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্রিয় ভূমিকা জরুরি। দুদক এ বিষয়ে তদ করতে চাইলে বিগত দিনে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর খবর যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারে। তদন্ত করে নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। রাজনৈতিক দলের সংস্কারের পেছনে এত সময় ব্যয় না করে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন াহমুক্ত হবে তেমনি আগামী প্রজন্ম উপকৃত হবে।